যায়যায়দিন

তারিখ ... 05 APR 2007 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ... 2 ...

এডিটোরিয়াল & কমেন্ট

যায়যায়দিন
JAIJAIDIN
■ Dhaka ■ Thursday ■ 5 April 2007

কোটার আড়ালে ভুয়া ভর্তি

কোটা প্রথা দিন দিন আমাদের মেধা খেয়ে ফেলছে— এ অভিযোগের সত্যতা আবারো প্রমাণিত হয়েছে। যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটি সিটের জন্য ১৫-২০ জন ছাত্র লড়াই করে সেখানে কোটার আড়ালে ভর্তি করানো হচ্ছে অযোগ্য ও ভুয়া শিক্ষার্থীদের।

কোটার হিসাবে প্রতি সেশনে শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার কথা অনধিক ২০০ জন। অন্যদিকে সিন্ডিকেট গঠিত তদন্ত কমিটির ধারণা, শুধু ২০০৫-০৬ সেশনেই ভুয়া ভর্তি থাকতে পারে পাচ শতাধিক, যাদের বেশির ভাগই করা হচ্ছে কোটা প্রথার আড়ালে। এভাবে প্রতি বর্ষে যদি পাচ শতাধিক ভুয়া শিক্ষার্থী থেকে থাকে তাহলে সব বর্ষ মিলিয়ে ভুয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন থেকে চার হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির তদন্ত কমিটি মাত্র তিনটি বিভাগে প্রাথমিক যাচাইয়ে যা দেখতে পেয়েছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। তদন্তে তিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের ১৫ ভাগই ভুয়া বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, প্রতি বিভাগেই গড়ে ১০ জন করে ভুয়া শিক্ষার্থী থাকতে পারে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভুয়া ভর্তির এ প্রক্রিয়া একদিনের নয়। কর্তৃপক্ষের অবহেলায় ইউনিভার্সিটির এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রের যোগসাজশে গড়ে ওঠা একটি চক্র ঘৃণ্য এ কাজটি করে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই। ভুয়া ভর্তির বিনিময়ে তারা কামিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

আশার কথা হলো, অনেক দেরিতে হলেও ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের এ ব্যাপারে টনক নড়েছে এবং তারা গুরুত্ব সহকারে তদন্ত অভিযানে নেমেছেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, বিষয়টি কি এতোদিন সত্যিই কর্তৃপক্ষের নজরে আসেনি, না কি তারা এতোদিন চেপে গিয়েছিল? কারণ যা-ই হোক, এর সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার। অপরাধীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতেও এ রকম ভর্তি বাণিজ্য চলছে কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সব পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এ রকম তদন্ত অভিযান পরিচালনা করা।

যে দেশে মেধার মূল্যায়ন হয় না এবং মেধাবীদের বঞ্চিত করে রাখা হয় সে দেশে দীর্ঘ মেয়াদে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। বর্তমানে সরকারি নিয়োগে ৫৫ শতাংশই আসছে কোটার জোরে আর বাকি মাত্র ৪৫ ভাগ আসছে মেধার ভিত্তিতে। এটি একটি মেধাভিত্তিক সমাজের চিত্র হতে পারে না। কোটা পদ্ধতির সুযোগ থাকার কারণেই আজ কোটার আড়ালে ইউনিভার্সিটিতে অস্বচ্ছ উপায়ে ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হচ্ছে। এ রকম অস্বচ্ছ কার্যকলাপ সরকারি চাকরিতেও চলছে। অর্থাৎ কোটার আড়ালে চলছে অনিয়ম ও জালিয়াতি।

বর্তমান যুগ হচ্ছে মেধার যুগ। মেধা দিয়েই প্রত্যেককে তার জায়গা করে নিতে হবে। তাই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তিসহ সব সরকারি নিয়োগে কোটা প্রথা আস্তে আস্তে তুলে নেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

মেধাই হোক সব যোগ্যতার মাপকাঠি, কোটা নয়।